সংবাদ

01 SEP 2016
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ময়মনসিংহের ফুলপুরে আমুয়াকান্দা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে জলাবদ্ধতা -সংবাদ

ফুলপুরের আমুয়াকান্দা সর. প্রা. স্কুল

বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধ মাঠ : দুর্ভোগে শিক্ষার্থী

প্রতিনিধি, ফুলপুর (ময়মনসিংহ)

ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলার পৌরসভার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত আমুয়াকান্দা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সামান্য বৃষ্টি হলেই মাঠসহ চারপাশে বন্যা অবস্থা দেখা দেয়। এতে বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা করতে চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। জানা যায়, প্রায় শত বছরের পুরনো প্রতিষ্ঠান আমুয়াকান্দা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার মান উন্নয়ন হলেও ঐতিহ্যবাহী এ বিদ্যালয়টির অবকাঠামোগত তেমন কোনো উন্নয়ন হয়নি। সময়ের বিবর্তনে এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নতি হওয়ায় তুলনামূলকভাবে বিদ্যালয় ক্যাম্পাসটি নিচু হয়ে গেছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই আশেপাশের পানি এসে বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা ও মাঠ জলমগ্ন হয়ে পড়ে। পানি নিষ্কাশনের রাস্তা না থাকায় দীর্ঘ সময় পানি আটকে থাকে। পানি শুকিয়ে যাওয়ার পরও বেশ কিছুদিন কর্দমাক্ত থাকে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের দুর্ভোগের সীমা থাকে না। বিদ্যালয়ে বর্তমানে ৬৯৯ জন শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। এ বিদ্যালয়টি উপজেলার সকল শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা কেন্দ্র ও উপজেলার প্রধান শিক্ষকদের মাসিক সমন্বয় সভার স্থান হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। ২০০২ সনে বিদ্যালয়ের মাঠে কিছু মাটি ভরাট করা হয়। এরপর আর কোন মাটি ভরাটের কাজ হয়নি। ফলে দিন দিন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ নিচু হয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির পক্ষ থেকে পৌর মেয়রসহ স্থানীয় প্রশাসনের কাছে বার বার আবেদন করেও কোন ফল হচ্ছে না। লেখাপড়ার মান ভাল থাকায় এ বিদ্যালয়ে ভাল ভাল শিক্ষার্থীরা ভর্তি হলেও বন্যা অবস্থার কারণে তাদের মাথায় হাত পড়েছে। এ ব্যাপারে অভিভাবকরা বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাটের জন্য উপজেলা প্রশাসন ও পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইফুল ইসলাম জানান, গত বছর সমাপনী পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের শতভাগ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয় এবং ৮ জন বৃত্তি পায়। এই দুরবস্থার কারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মাটি ভরাটের জন্য পৌর ও উপজেলা প্রশাসন ছাড়াও জনপ্রতিনিধিদের ধর্ণা দিয়ে আশ্বাস পাওয়া গেলেও এখন পর্যন্ত কার্যত কোন বরাদ্দ পাওয়া যায়নি বলে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি শাহরুল আলম জানান। তিনি ছাত্রছাত্রীদের দুরবস্থার কথা চিন্তা করে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবি জানান।